টিসিবি'র ইতিহাসঃ

স্বাধীনতার পর দেশ পুনর্গঠনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অনেক অবিস্মরণীয় সৃষ্টির মধ্যে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিষ্ঠা অন্যতম। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে দেশের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সড়ক পথ, বিমান ও সমুদ্র বন্দর হয়ে পড়ে ব্যবহার অনুপযোগী। বিপর্যস্ত অর্থনীতিতে নতুন দেশ গঠনে পর্যাপ্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য, নির্মাণ সামগ্রী ও শিল্পের কাঁচামাল জরুরি ভিত্তিতে যোগান দেয়া এবং ন্যায্য মূল্যে ভোগ্যপণ্য জনগণের নিকট সরবরাহ নিশ্চিত করার আশু প্রয়োজন দেখা দেয়। এর প্রেক্ষিতে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৬৮/১৯৭২ এর মাধ্যমে ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭২ সনের ০১ জানুয়ারি প্রতিষ্ঠার পর এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করছে টিসিবি। টিসিবি'র মাধ্যমেই নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি থেকে শিল্পের কাঁচামাল পর্যন্ত আমদানি এবং পাট, তৈরী পোশাক প্রভৃতি রপ্তানির মাধ্যমে দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালু করা হয়। বর্তমানে তৈরী পোশাক রপ্তানি অর্থনীতিতে যে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে তারও পথিকৃৎ টিসিবি।

মিশনঃ

কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের আপৎকালীন মজুদ গড়ে তুলে প্রয়োজনীয় সময়ে ভোক্তা সাধারণ ও উপকারভোগী পরিবারের নিকট সরবরাহ করার মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখা।

ভিশনঃ

কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার মূল্য স্থিতিশীল রাখতে সহায়ক ভূমিকা রাখা।

স্ট্রাটেজিক অবজেকটিভঃ

১। কতিপয় নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখা।

টিসিবি'র কার্যাবলীঃ

(ক) সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রণীত নীতিমালা অনুসারে, বিশ্বের সকল দেশ হতে পণ্যদ্রব্য আমদারি ও রপ্তানি ব্যবসা পরিচালনা করা;

(খ) সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের পর্যাপ্ত আপদকালীন মজুদ গড়ে তোলা ও বজায় রাখা;

(গ) আমদানিকৃত এবং অভ্যন্তরীণভাবে ক্রয়কৃত পণ্যদ্রব্য বিক্রয় এবং বিতরণের ব্যবস্থা করা এবং এ লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রদত্ত নির্দেশনা সাপেক্ষে, ডিলার, এজেন্ট বা অন্যান্য মাধ্যম নিয়োগ করা; এবং

(ঙ) উল্লিখিত বিষয়াদি এবং তৎসংশ্লিষ্ট আনুষঙ্গিক যে কোনো কাজ সম্পাদন করা।

ট্রেডিং কর্পোরেশন বাংলাদেশ (টিসিবি) এর সাম্প্রতিক অর্জন/গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

(১) ০১ (এক) কোটি উপকারভোগী পরিবারের মাঝে টিসিবি'র পণ্য বিক্রয় কার্যক্রমঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী পবিত্র রমজান, ঈদ-উল আযহা ও শোকাবহ আগস্ট মাস উপলক্ষে সারা বাংলাদেশে ০১ কোটি পরিবারের মাঝে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে ৪ বার ভর্তুকি মূল্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য (চিনি, সয়াবিন তেল, মসুর ডাল, ছোলা) বিক্রয় করা হয়েছে। এতে করে প্রতি বারে প্রায় ৫ (পাঁচ) কোটি লোক উক্ত সুবিধা ভোগ করেছে।

(২) কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিক্রয় কার্যক্রমঃ সরকার কোভিড-১৯ প্রাদুর্ভাবের মধ্যে জনগণের জীবন যাত্রা সচল রাখার সুবিধার্থে টিসিবিকে জরুরী সেবা সংস্থা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং এ মহামারীর মধ্যে জরুরী কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা প্রদান করে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে ২০২০ সালে টিসিবি করোনা প্রাদুর্ভাবের শুরু থেকে অদ্যাবধি সম্মুখ সারির যোদ্ধা (Fornt Line Warrior) হিসেবে দেশব্যাপী পণ্য বিক্রি করে মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

(৩) পেঁয়াজ মূল্য স্থিতিশীল রাখার কার্যক্রমঃ ২০১৯ সালে পেঁয়াজের মূল্য অস্থিতিশীল হলে টিসিবি পেঁয়াজ আমদানি করে পেঁয়াজের মূল্যের উর্দ্ধগতি রোধ করতে সহায়তা করে। ২০২০ সালে পূর্বের বছরের অভিজ্ঞতার আলোকে টিসিবি আগে থেকেই পেঁয়াজ আমদানির প্রস্তুতি গ্রহণ করে। ফলে পেঁয়াজের মূল্য ২০১৯ সালের মতো বৃদ্ধি পায় নাই এবং মূল্য স্থিতিশীল ছিল। ২০২১-২২ অর্থবছরেও টিসিবি পূর্ব থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং পেঁয়াজ বিক্রির ফলে স্থানীয় বাজারে পেঁয়াজের মূল্য স্থিতিশীল রয়েছে।

(৪) প্রান্তিক পর্যায়ে টিসিবি'র সেবা পৌছানোঃ প্রান্তিক পর্যায়ে টিসিবি'র সেবা পৌছাতে নতুন ৪(চার)টি ক্যাম্প অফিস সহ মোট ১২(বারো)টি আঞ্চলিক কার্যালয়/ক্যাম্প অফিস স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে প্রতিটি বিভাগে টিসিবি'র আঞ্চলিক কার্যালয়/ক্যাম্প অফিস রয়েছে। এছাড়া, "গ্রাম হবে শহর" সরকারের এই স্লোগান বাস্তবায়নে ইতোমধ্যে প্রায় ৩,৩৩০ (তিন হাজার তিনশত ত্রিশ) জন ডিলার নিয়োগের মাধ্যমে প্রান্তিক পর্যায়ে টিসিবি'র সুবিধা পৌছানো নিশ্চিত করা হয়েছে।

(৫) জনবল নিয়োগঃ টিসিবি'র সম্প্রসারিত কার্যক্রম আরো গতিশীল করতে ৩২টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। এর ফলে টিসিবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং জনগণের নিকট আরো দ্রুত সেবা পৌছানো যাচ্ছে।

(৬) গুদাম নির্মাণঃ আপদকালীন মজুদের লক্ষ্যে গুদামের ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আধুনিক মানসম্মত গুদাম নির্মাণ এর নিমিত্ত চট্টগ্রাম, সিলেট (মৌলভীবাজার) এবং রংপুর আঞ্চলিক কার্যালয়ে সরকারি অর্থায়নে ২৮ (আটাশ) কোটি টাকা ব্যয়ে গুদাম নির্মাণ এর প্রকল্প চলমান রয়েছে।

(৭) টিসিবি'র সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ টিসিবি'র নিজস্ব মজুদ সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আঞ্চলিক কার্যালয়/ক্যাম্প অফিসের জন্য গুদাম নির্মাণের নিমিত্ত জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় হতে আঞ্চলিক কার্যালয় রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল এবং ক্যাম্প অফিস কুমিল্লা, গোপালগঞ্জ, ঝিনাইদহ ও বগুড়া এর জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, বরিশালে জমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। পরবর্তী কার্যক্রম চলমান রয়েছে।